কলাম

দ্রব্যমূল্য এবং চমকের রাজনীত!

জসিম মল্লিক

দেশে জরুরী অবস্থা চলছে। কিন্তু মনে হচ্ছে জরুরী অবস্থার ধার কমে গেছে। সরকারের নমনীয়তার সুযোগে অনেকেই এখন আর জরুরী অবস্থার তোয়াক্কা করছে না। কয়েকটি ঘটনায় সে লক্ষণ বেশ স্পষ্ট হয়েছে। ১/১১ ঘটনায় আমরা সাধারণ প্রবাসীরা যারা আশাবাদী হয়েছিলাম সরকারের নানামুখী সংস্কার কার্যক্রমে তারা এখন কিছুটা হলেও হতাশ। অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে দেশ কি আবার ফিরে যাবে ১/১১ এর আগের অবস্থায়? আবার কি সেই হাসিনা খালেদা বৃত্তেই দেশ ফিরে যাবে? সরকার কি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে সবার জন্য সমতল ভুমি নির্মাণে? সরকার কি পারবে সম্মানের সাথে প্রস্থান করতে? ফখরুদ্দিন সরকারের এত দ্রুত এই হাল হবে তা কেউ আশা করেনি। অনেকেরই প্রশ্ন দেশ চালানোর জন্য কঠোর নীতি ভুলে তারা কি আপোষের নীতি নিয়েছেন?। এটা হলে তা হবে জাতির জন্য বিরাট ক্ষতিকর।

নারী নীতি বাস্তবায়ন নিয়ে ১০ ও ১১ এপ্রিল বাইতুল মোকাররম মসজিদে যে নারকীয় কর্মকান্ড ঘটাল মৌলবাদী শক্তিগুলো তা খুউবই ভীতিকর ও এলার্মিং। প্রশ্ন জাগে সরকার কি কোনো কারণে এইসব ধর্মান্ধ এবং জঙ্গীবাদীদের প্রতি দুর্বল বা ভয় পাচ্ছে? সরকার কোনো এদেরকে ছাড় দিচ্ছে! যুদ্ধাপরাধীদের খুটির জোড় কোথায়! নিজামী সঙ্গীরা এত সাহস পায় কোথায়! তারা দেশকে অস্থিতিশীল করে কী হাসিল করতে চায় ?।

দেশে দ্রব্যমূল্য নিয়ে অনেক হৈ চৈ হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো দেশে চাল ডাল তেলের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে না থাকলে সরকারের জন্য তা বিব্রতকর। সরকার দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে। মুনাফাখোর মজুতদারদের শায়েস্তা করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক বাজারেও দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়েছে। কানাডার মতো দেশেও দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়েছে। চাল ডাল আটা ভোজ্যতেল বাড়িভাড়া পেট্রোল সব কিছুরই দাম বেড়েছে। এখানে সাধারণ পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার এই লেখা লেখার সময় এক ডলার বাইশ সেন্ট। সে তুলনায় বাংলাদেশে এক লিটার পেট্রোলের দাম পয়সট্টি টাকা মাত্র। যেহেতু কানাডা একটি ওয়েলফেয়ার কান্ট্রি তাই জনগনের উপর দ্রব্যমূল্যের চাপটা ততটা বোঝা যায়না। বাংলাদেশে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে দাম আরো কম রাখা সম্ভব হতো।

এ কথাটি সরকার জনগনকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে। এটা একমাত্র নির্বাচিত সরকারের পক্ষেই সম্ভব। কেননা অনির্বাচিত সরকারের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা বেশী থাকে না। তাছাড়া একশ্রেনীর রাজনীতিবিদরা সরকারকে অজনপ্রিয় করার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সহযোগিতার পরিবর্তে ক্রমাগত সমালোচনা করে যাচ্ছে। বিএনপির একটি অংশ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষনা করেছে। তারা যেকোনোভাবে এই সরকারের পতন চায়। ফিরে যেতে চায় ১/১১ পূর্ববর্তী সময়ে। অন্যেরাও নড়ে চড়ে বসতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের সাথে আসন্ন সংলাপ কতখানি সফল হবে তা নিয়ে যথেষ্ঠ সংশয় আছে। রোডম্যাপ অনুযায়ী দেশে আদৌ নির্বাচন হবে কিনা সে ব্যপারেও রয়েছে সন্দেহ।

তাবে আমরা আশাবাদী যে শেষ পর্যন্ত সবকিছু সুন্দরমতো ঘটবে। যারাই ক্ষমতায় আসুক তারা আর লুটপাট এবং প্রতিহিংসার রাজনীতিতে ফিরে যাবে না। দুর্নীতির সাথে জড়িত হবেন না। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের দল থেকে বহিষ্কার করবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভালো কাজগুলোর বৈধতা দেবেন। ছাত্রদেরকে তাদের লেজুর বৃত্তির জন্য আর ব্যবহার করবে না। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবে না। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য সন্ত্রাসী তৈরী করবে না।

১৩ এপ্রিলের সংবাদপত্রে দেখলাম আওয়ামী লীগ নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ওএমএসের চাল কিনতে লাইনে দাঁড়িয়েও চাল কিনতে পারেন নি। বাংলাদেশের একজন সাবেক মন্ত্রী লাইনে দাঁড়িয়ে চাল কিনতে গেছেন ব্যাপারটা বেশ কৌতুহল উদ্দীপক। মনে হচ্ছে মতিয়া চৌধুরী অনেকদিন আলোচনায় নেই তাই একটু স্ট্যান্টবাজী করলেন সংবাদপত্রের শিরোনাম হওয়ার জন্য। রাজনীতিবিদদের চরিত্রের যে তেমন পরিবর্তন হয়নি এটা তার একটা প্রমাণ। গণতন্ত্র এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে দেশ অধিক নিরাপদ কথাটা যতই বলা হোক দেশ আসলে চালাবে রাজনীতিবিদরাই! যারা কিনা জনগনকে ধোকা দেয়ার নীতিতে বিশ্বাসী। ধোকাবাজ রাজনীতিবিদ আর জনগন চায়না।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের কপালে আরো দুর্দশা অপেক্ষা করছে। আমার মনে হয় না ১/১১ এর ঘটনা রাজনীতিবিদদের আচরনে কোনো পরিবর্তন এনেছে। তারা চাচ্ছে দ্রুত একটা যেনোতোনো নির্বাচন। তাদের দোসররা অনেকেই জেলে। তাদের মুক্ত করে আনার একটা তাগিদতো রয়েছেই। সুতরাং রাজনৈতিক সরকার অনেক নিরাপদ। হাসিনা খালেদার মুক্তির জন্য আন্দোলন দানা বাঁধতে যাচ্ছে। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের মতো ব্যক্তি যখন হাসিনা-খালেদার জামিনে মুক্তি চান তখন দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারনা পাওয়া যায়। তবে নিরপরাধ কাউকে যেনো বিনে বিচারে আটক রাখা না হয় সে ব্যাপারে অবশ্যই খেয়াল রাখতে

হবে। বাংলাদেশ কখনও ব্যক্তিবন্দনার বাইরে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। হাসিনা- খালেদা-এরশাদ যে কোন একজনকে সামনে রেখে 'অনেক কিছু করা যায়' বলেই সবাই একাট্টা হচ্ছে। সুখ স্বপ্নের যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল তার কি ইতি ঘটতে যাচ্ছে?

৩.

এবার লেখা সংক্রান্ত কিছু কথা বলে শেষ করা যাক। সম্প্রতি 'লেখকরা কষ্ট পায় কিন্তু কাঁদেনা' শীর্ষক আমার একটি লেখা ছাপা হয়। উক্ত লেখাটি পড়ে টরন্টো একজন বন্ধু ক্ষুব্দ হয়ে একটি ই-মেইল করেন। লেখাটিতে প্রসঙ্গক্রমে কবি আল মাহমুদের লেখার অংশ থেকে কোট করেছিলাম। সেই বন্ধু প্রথমে আল মাহমুদকে তুলোধুনো করেন। আল মাহমুদ একজন রাজাকার, হিপোক্রাট, জামাতিদের পত্রিকায় লেখেন ইত্যাদি অনেক অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। 'অন্তরকে তাজা রাখতে হলে স্বপ্ন দেখতে হবে' শীর্ষক এক নিবন্ধে আল মাহমুদ নিজেই এ বিষয়ে লিখেছেন,.."আমার বন্ধুরা আমার মতোই বাংলাদেশকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে কি না তা আমার জানা নেই, কিন্তু আমার মধ্যে দেশচিন্তা একটু প্রবল। আমি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের একজন সমর্থক মানুষ। আমার দেশের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তাভাবনা না করে পারি না।" তিনি লিখেছেন.. "এর মধ্যে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিষদের আহ্বানে তাদের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেখানে হলভর্তি মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশ ঘটেছে। আমাকে দেখে তারা আনন্দ প্রকাশ করলেন, সম্ভবত মুক্তিযোদ্ধাদের দলি-দস্তাবেজে আমার নাম খুঁজে পেয়েছেন এবং এজন্যই আমাকে দেখে তাদের আনন্দ.. ।" বন্ধুটির আল মাহমুদের উপর এতটা ক্ষোভের কারণটা ঠিক স্পষ্ট নয়। আল মাহমুদের রাজনৈতিক দর্শন যাই হোক, তিনি যে বাংলাভাষার সেরা কবিদের একজন একথা কেউই অস্বীকার করবে না।

এরপর তিনি অভিযোগ করেছেন আমার লেখার মধ্যে 'আমি' 'আমি' ব্যাপারটা বেশী থাকে। এটা নাকি একজন লেখকের মুদ্রাদোষ যা লেখক জানে না। তর্কের খাতিরে আমার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ সঠিক ধরে নিলেও আল মাহমুদ সম্পর্কে তার অজ্ঞতাই প্রমানিত হয়। আমার বন্ধুটিকে আল মাহমুদের লেখা পড়তে অনুরোধ করি।

Toronto

jasim.mallik@gmail.com